মাঠে - ময়দানে

উমেশ যাদবকে আনলাকি ক্রিকেটার বলছেন ভারতের বোলিং কোচ ভরত অরুণ

হায়দরাবাদ, ১১ অক্টোবর : রাজকোটে মাত্র আড়াই দিনে টেস্ট জিতে চারমিনারের শহরে দ্বিতীয় টেস্টে নামছে বিরাটবাহিনী। শুক্রবার থেকে রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্ট খেলতে নামবে ভারত। এই টেস্টেও প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ডানহাতি পেসার উমেশ যাদবের।

সাংবাদিক সম্মেলনে উমেশকে 'আনলাকি' বললেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ ভরত অরুণ। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় টেস্ট দলের সদস্য হলেও বিশেষ সুযোগ হয়নি একাদশে থাকার। বিদর্ভের হয়ে ত্রিরিশের ডানহাতি পেসার সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে একটি মাত্র টেস্ট খেলেছিলেন। বার্মিংহ্যাম টেস্টে দু'ইনিংসে মাত্র তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন উমেশ। কিন্তু বাকি টেস্টে আরও সুযোগ হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রাজকোটে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেও বল হাতে বিশেষ সফল নন বিদর্ভের ডানহাতি পেসার। একটি মাত্র উইকেট পান তিনি। এ প্রসঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ ভরত অরুণের বক্তব্য, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড সফরে উমেশ বিশেষ সুযোগ পায়নি। কারণ যারা খেলেছিল, তারা ভাল পারফর্ম করছিল। কিন্তু উমেশের গতি দারুণ। তবে বোলিং ইউনিটকে তরতাজা রাখতে আমরা রোটেশন পলিসিতে খেলাচ্ছি। উমেশ এই পলিসির মধ্যে রয়েছে।

উমেশের পাশাপাশি লোকেশ রাহুলের ফর্ম নিয়ে অরুণ বলেন, ব্যাটিংয়ের টেকনিক্যাল দিক দিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। কারণ এ ব্যাপারে রবি শাস্ত্রী ও সঞ্জয় বাঙ্গারের সঙ্গে রাহুলের কথা হয়েছে। তবে কোচ হিসাবে আমি বলতে পারি রাহুল দারুণ প্রতিশ্রুতিবান ব্যাটসম্যান। তবে ওকে আরও ধারাবাহিক হতে হবে। ও ভবিষ্যতের বড় অ্যাসেট।

পুজোর আগে বড় চমক, বাগানে সনি

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনের আগেই দেবীপক্ষে মোহনবাগান সমর্থকদের দুর্দান্ত উপহার টুটু শিবিরের। 'ঘরে' ফিরেছেন ঘরের ছেলে সনি নর্ডি। ক্লাব ছাড়ার সময় বলেছিলেন, বিশ্বের কোনও ফুটবল সমর্থকদের সঙ্গে মোহনবাগানের সমর্থকদের তুলনা চলে না। তাই ফিরলে তাদের টানেই ফিরবেন। অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গঙ্গাপারের ক্লাবে ফিরলেন তিনি। আসন্ন আই লিগে মোহনবাগানের জার্সি গায়েই খেলবেন এই হাইতিয়ান স্ট্রাইকার। ২৭ অক্টোবর আই লিগ অভিযান শুরু মোহনবাগানের। শনিবার সেলের বিরুদ্ধে তাদের অনুশীলন ম্যাচ। পুরো দল পাবেন না শঙ্করলাল চক্রবর্তী। এই অবস্থায় বিদেশিদের দিকেই সকলের নজর ছিল। আর তার মধ্যেই খুশির খবর সবুজ-মেরুন শিবিরে। নির্বাচনের আগে মাস্টারস্ট্রোর টুটু বোসের গোষ্ঠীর। শীর্ষকর্তা সৃঞ্জয় বোস ও দেবাশিস দত্তের উদ্যোগেই আবার বাগানের পথে সনি। ইতিমধ্যেই সনির ভিসার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। ভিসা এলেই শহরে পা রাখবেন সনি। কলকাতায় আসার পর প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল টেস্ট দিতে রাজি হয়ে গেছে। সৃঞ্জয় বোস জানিয়েছেন,''আমি আর দেবাশিস দত্ত কোচের সঙ্গে সনির ব্যাপারে আলাদে করে কথা বলি। ও পেশাদার ফুটবলার। ভালভাবে প্রিসিজনও করেছে। আর এখানে এসে মেডিক্যাল টেস্ট দিতেও রাজি হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ওকে নিয়ে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সোনির ফেরার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছে দুবাইয়ে থাকা মোহনবাগান সদস্য অর্ণব।" এদিকে ক্লাবকর্তারা জানালেন, এই সপ্তাহেই আসার কথা ওমরের। ওমর নিশ্চিত হওয়ার পর মোহনবাগান জনতার কাছে সনি নর্ডির চাহিদা ছিল তুঙ্গে। সবুজ-মেরুন সমর্থকরা সোনিকেই ফের সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সেই ইচ্ছেই এবার পূর্ণ হল। এর আগে কোচ শঙ্করলাল জানিয়েছেন, এখনও পুরোপুরি ফিট নন সনি। তাঁকে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে হবে। অথচ সনি মেডিকেল সার্টিফিকেট এখনও জমা দেননি। সেই কারণেই তাঁর ফেরা নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। তবে সনি জানিয়ে দিয়েছেন, এই দেশে এসেই সব পরীক্ষা দেবেন। গত মঙ্গলবার সোনি ফেসবুকে মোহনবাগানকে বিদায় জানিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন। পরে অবশ্য তা মুছে দেন। সেই পোস্টটির পর থেকেই জল্পনা জোরালো হয়। অবশেষে সৃঞ্জয় বোস ও দেবাশিস দত্তের সৌজন্যেই বাগানে ফিরলেন সনি।

৬৪তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বনমালিপুর সন্তোষ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল হাইস্কুলে।

দলের নয়া সদস্যের সঙ্গে আলাপ করল বিসিসিআই

হায়দরাবাদ, ১১ অক্টোবর: গত চার মাস ধরেই বিরাট কোহলিদের পরিবারে রয়েছে সে। কিন্তু এদিন নয়া 'টিমমেটে'র সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পরিচয় করাল বিসিসিআই। দলের ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর আলাপ করিয়ে যদেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিংয়ের মান উন্নয়নের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে কোচিং মেশিন। যেটা একপ্রকার বোলিং মেশিনের মতোই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এখান থেকে বল ঠিকরে বেরোবে। আর বলের গতিপথ পরিবর্তন করানো হবে একটি প্লাস্টিকের পাতের সাহায্যে। এই যন্ত্রকে 'ফিল্ডিং ড্রিল অ্যাসিস্টান্ট' হিসাবে দেখছে বোর্ড। বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক ভিডিওতে শ্রীধর বললেন, আমরা গত চার মাস যাবত এই কয়াচিং মেশিন ব্যবহার করছি। এর ফলে রিঅ্যাকশন আর রিফ্লেক্সন আরও উন্নত হবে। ভারতের ফিল্ডিং আজ অন্য পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। দলের প্রত্যেকেই কম-বেশি ভাল ফিল্ডার। সামনেই ২০১৯ বিশ্বকাপ। ফলে ফিল্ডিংকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতেই বোর্ডের এই প্রয়াস। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পরেই ভারত উড়ে যাবে অস্ট্রেলিয়াতে। টেস্ট ম্যাচে মূলত স্লিপ ক্যাচারদের একটা আলাদা ভূমিকা থাকে। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড় আর ভিভিএস লক্ষ্মণের পর টিম ইন্ডিয়ায় সেভাবে কোনও বিশেষজ্ঞ স্লিপ ক্যাচার তৈরি হয়নি। ক্লোজ ইন ক্যাচেও বারবার একটা সমস্যা দেখা গিয়েছে। এই মেশিন আসার পরে হয়তো কোহলিদের দলে সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হবে। যদিও টিমকে কঠোর প্র্যাকটিসের মধ্যেই থাকতে হবে। ক্যাচ ফসকানোর বিলাসিতা করার কোনও রাস্তা খোলা নেই আধুনিক ক্রিকেটে।

মোহনবাগানের ষষ্ঠ বিদেশি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ওমর এল হুসেইন

স্টাফ রিপোর্টার : ইতিমধ্যেই পঞ্চম বিদেশির নাম জানিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান। শনিবার নাগাদ মেডিক্যাল টেস্ট জিতে আসছেন মহম্মদ সালাহ'র দেশের ফুটবলার ওমর এল হুসেইন। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শোনা যাচ্ছে ষষ্ঠ বিদেশির নাম। ষষ্ঠ বিদেশি হিসাবে একজন ডিফেন্ডারকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

সূত্রের খবর, ষষ্ঠ বিদেশি হিসাবে মোহনবাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর পছন্দ এই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারকে। স্পেনের অ্যালফান্সো আরতাবে। ৩০ বছর বয়সি এই ডিফেন্ডারের রোমানিয়ান ভোলান্তারি ক্লাবের সঙ্গে আগস্ট অবধি চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। এছাড়াও খেলেছেন সাইপ্রাসের আরমিস এবং হংকংয়ের ক্লাব হংকং পেগাসেস এফসিতেও। খেলেছেন বেলজিয়ামের সেন্ট ট্রুডেনেও। বর্তমানে তিনি ফ্রি ফুটবলার। তবে ভোলান্তারির হয়ে ৬ মাসে মাত্র চারটি ম্যাচ খেলেছেন এই ডিফেন্ডার। গত মরশুম পর্যন্ত অবশ্য তিনি সব ক্লাবেই প্রথম একাদশের ফুটবলার হিসাবে নিয়মিত খেলেছেন। এখন দেখার শেষমেশ কী দাঁড়ায়। বাগানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিদেশি অবশ্য পরিবর্ত হিসাবেই থাকছেন। কারণ আই লিগে প্রথম একাদশে খেলবে চার বিদেশি। তাতে কিংসলে, ইয়ুতা, ডিকা, হেনরি নিশ্চিত।

চিনের বিরুদ্ধে ইতিহাস লিখতে মরিয়া ভারতীয় দল

স্টাফ রিপোর্টার : চিনের বিরুদ্ধে খুবই শোচনীয় ভারতীয় ফুটবল দলের রেকর্ড। দুই দেশ মোট ১৭ বার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু একবার জিততে পারেনি ভারত। কোচ স্টিফেন কনস্টানটাইনের অধীনে বর্তমান জাতীয় দল যখন আগামী শনিবার চিনের মাটিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ খেলবে তাদের অবশ্যই লক্ষ্য হবে এই লজ্জা দূর করা। বেঙ্গালুরুর মিডফিল্ডার এরিক পারতালু মনে করেন যে ২০১৯ এশিয়া কাপের আগে চিনের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলা ভারতের পক্ষে একান্ত জরুরী। তিনি জানিয়েছেন,''চিনের কিছু সিনিয়র খেলোয়াড় ইদানিং অবসর নিয়েছে এবং বেশ কিছু তরুণ নতুন জাতীয় দলে এসেছে। এই অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের ভাল খেলাটা অসম্ভব নয়।" পারতালু, যিনি দুই দেশেই লিগ ফুটবল খেলেছেন, মনে করেন যে বিগত পাঁচ বছরে ভারতীয় ফুটবলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ভারত ফিফা তালিকায় খুব দ্রুত উঠে এসেছে বিগত ২০ বছরে চিন যে অবস্থায় ছিল আজ ভারত কিছুটা একই স্থানে।" পারভালু বলেন যে আইএসএলের জন্য ভারতীয় ফুটবলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শুরুতে অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের ওপর অতিরিক্ত খরচা করলেও ইদানিং আইএসেলের দলগুলির সেই প্রবণতা কমেছে।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা